NTRCA সামাজিক বিজ্ঞান বুস্টার

সূচিপত্র:

ক্রম	টপিক / ইউনিট শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	ইউনিট- ১: রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি	
১.১	রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা, অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা	01
১.২	রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাসমূহ	08
১.৩	রাষ্ট্রচিন্তাবিদ: প্লেটো, এরিস্টটল, ম্যাকিয়াভেলি, হবস্, লক ও রুশো	14
১.৪	সরকার: গঠন ও প্রকারভেদ (গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সংসদীয়, রাষ্ট্রপতি শাসিত)	24
১.৫	সরকারের বিভাগসমূহ: আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগ	30
১.৬	রাজনৈতিক দল ও *নির্বাচন ব্যবস্থা	36
০২	ইউনিট-২: বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও সংবিধান	
২.১	অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট: ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ	43
২.২	বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীসমূহ	40
০৩	ইউনিট-৩: সমাজবিজ্ঞানের পরিচয়	
৩.১	সমাজবিজ্ঞানের ধারণা, গবেষণা পদ্ধতি ও অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক	85
৩.২	সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব: কার্ল মার্কস, ইমাইল ডুরখেইম, ম্যাক্স ভেবার ও নাজমুল করিম	98
৩.৩	সংস্কৃতি: সংজ্ঞা, ধরন ও উপাদানসমূহ	118
৩.৪	পরিবার ও বিবাহ: বিবর্তন ও পরিবর্তনের ধারা	125
৩.৫	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি	132
৩.৬	শিল্পায়ন, নগরায়ন ও জনসংখ্যা পরিবর্তনের সূচক	139
৩.৭	অপরাধ ও বিচ্যুতি: ধরন, সামাজিক প্রেক্ষিত ও সংশোধনমূলক পদ্ধতি	144
০৪	ইউনিট- ৪: সমাজকর্ম ও সামাজিক সমস্যা	
৪.১	সমাজকর্মের ধারণা, বিবর্তন ও পদ্ধতিসমূহ	152
৪.২	বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যাসমূহ (মাদকাসক্তি, বেকারত্ব, সাইবার ক্রাইম ইত্যাদি)	158
৪.৩	সামাজিক সমস্যা নিরসনে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ	166
৪.৪	সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো ও পারিবারিক আইন (১৯৬১, ২০০৩)	173
০৫	ইউনিট- ৫: অর্থনীতির মৌলিক ধারণা	
৫.১	মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও ব্যাষ্টিক-সামষ্টিক অর্থনীতির ধারণা	179

৫.২	চাহিদা, যোগান ও বাজার ভারসাম্য	187
৫.৩	জাতীয় আয়ের পরিমাপ: GDP, GNP, NNP ও মাথাপিছু আয়	195
৫.৪	মুদ্রাস্ফীতি: কারণ, প্রকারভেদ ও নিয়ন্ত্রণের উপায়	204
০৬	ইউনিট- ৬: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন	
৬.১	অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন	213
৬.২	বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা (কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক)	222
৬.৩	বিশ্বায়ন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও মেগা প্রজেক্টসমূহ (পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল ইত্যাদি)	231
০৭	ইউনিট- ৭: সাধারণ ইতিহাস পরিচিতি	
৭.১*	বাংলার ইতিহাস: প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত	240
৭.২*	ইউরোপের ইতিহাস (১৭৮৯-১৯৩৯): ফরাসি বিপ্লব ও বিশ্বযুদ্ধ	248
৭.৩*	ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭): বিদ্রোহ ও ভারত ভাগ	256
০৮	ইউনিট- ৮: ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	
৮.১	প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা	264
৮.২	হযরত মুহাম্মদ (সাঃ): নবুয়ত লাভ, মদিনা সনদ ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ	273
৮.৩	খোলাফায়ে রাশেদিন: হযরত আবু বকর (রা:) ও হযরত উমর (রা:)	283
৮.৪	স্পেনে মুসলিম শাসন ও ভারতীয় উপমহাদেশে সুলতানি ও মুঘল আমল	292
০৯	ইউনিট- ৯: প্রাকৃতিক ভূগোল	
৯.১	ভূগোল ও প্রাকৃতিক ভূগোলের ধারণা	321
৯.২	ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, সুনামি ও জোয়ার-ভাটা	331
৯.৩	পরিবেশদূষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন	339
১০	ইউনিট- ১০: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ভূগোল	
১০.১	বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদী	347
১০.২	বাংলাদেশের কৃষি ও শিল্প (তৈরি পোশাক ও পাট)	355
১০.৩	খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	362
১১	১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন মডেল টেস্ট (১-৫)	369

নিম্নোক্ত ১৩ টি বিষয়ের উপর স্কুল পর্যায়ের (সহকারি শিক্ষক: সামাজিক বিজ্ঞান) একমাত্র পরীক্ষা হবে:

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজকল্যাণ, লোকপ্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ও দর্শন

ইউনিট-১: রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি

১.১: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা, অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান: সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের সেই গুরুত্বপূর্ণ শাখা যা রাষ্ট্র, সরকার, রাজনীতি এবং মানুষের রাজনৈতিক আচরণ নিয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক আলোচনা করে।

১. শাব্দিক অর্থ ও উৎপত্তি (Meaning & Origin)

- **প্রতিশব্দ:** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Political Science'।
- **উৎস:** এটি গ্রিক শব্দ 'Polis' (নগর) এবং 'Polites' (নাগরিক) থেকে এসেছে।
- **প্রাচীন ধারণা:** প্রাচীন গ্রিসে 'নগর-রাষ্ট্র' (City-State) সংক্রান্ত আলোচনাকেই রাজনীতি বলা হতো।
- **জনক:** গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তিনি একে 'Master Science' বা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন।

২. প্রকৃতি ও পরিধি (Nature & Scope)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি গতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান। এর প্রকৃতি ও আলোচনার ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত:

- **প্রকৃতি:** এটি রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশ্লেষণ করে।
- **পরিধি:** রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব, শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জনমত, রাজনৈতিক দল, আইন, স্বাধীনতা এবং সাম্য—সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক

বিষয়	সম্পর্কের ধরন
ইতিহাস	ইতিহাস হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি। জন সীলি বলেন, *"ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিকড়হীন।"*
অর্থনীতি	বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনীতি একে অপরের পরিপূরক।
সমাজবিজ্ঞান	রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলত সমাজবিজ্ঞানেরই একটি বিশেষায়িত শাখা। সমাজ ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

রাষ্ট্র: সংজ্ঞা, উপাদান ও উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো **রাষ্ট্র**। এটি এমন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত এবং যার একটি সার্বভৌম সরকার থাকে।

১. রাষ্ট্রের উপাদান

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **অধ্যাপক জে. ডব্লিউ. গার্নার**-এর মতে, একটি রাষ্ট্রের পূর্ণতা পেতে ৪টি অপরিহার্য উপাদান প্রয়োজন।

উপাদান	বৈশিষ্ট্য
জনসমষ্টি	রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি। এর কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই, তবে সমাজ গঠনের জন্য পর্যাপ্ত জনসংখ্যা প্রয়োজন।
নির্দিষ্ট ভূখণ্ড	রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা। এর মধ্যে স্থলভাগ, জলভাগ এবং আকাশসীমা অন্তর্ভুক্ত থাকে।
সরকার	রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের যন্ত্র বা মাধ্যম। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হয়।
সার্বভৌমত্ব	রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত ক্ষমতা। এটি রাষ্ট্রের **'প্রাণস্বরূপ'**। এর দুটি দিক রয়েছে: **অভ্যন্তরীণ** ও **বাহ্যিক**।

২. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ

রাষ্ট্র কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। প্রধান ৫টি মতবাদ নিচে আলোচনা করা হলো:

- **বিধাতাপ্রদত্ত মতবাদ (Divine Origin Theory):** এটি সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ। এই মতানুসারে, ঈশ্বর স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজা কেবল তাঁর কাজের জন্য ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ।
- **বলপ্রয়োগ মতবাদ (Force Theory):** এই মতবাদের মূল কথা হলো "জোর যার মুল্লুক তার" (Might is Right)। অর্থাৎ, যুদ্ধবিগ্রহ বা শক্তির জোরে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে পরাজিত করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে।
- **পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal & Matriarchal Theory):** এই মতবাদ অনুযায়ী, পরিবারই হলো রাষ্ট্রের আদি রূপ। পরিবারের ক্রমাগত সম্প্রসারণ এবং বিবর্তনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে।
- **সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory):** মানুষের পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে বলে এই মতবাদ মনে করে। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন হবস, লক ও রুশো।
- **ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ (Evolutionary Theory):** এটি সবচেয়ে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী, রাষ্ট্র কোনো আকস্মিক সৃষ্টি নয়; বরং দীর্ঘদিনের বিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন এবং প্রয়োজনের ফলে এটি আজকের রূপে পৌঁছেছে।

এনটিআরসিএ স্পেশাল প্র্যাকটিস

ক্রম	প্রশ্ন	উত্তর
১	রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?	Political Science
২	'Politics' শব্দটি কোন গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে?	Polis
৩	'Polis' শব্দের অর্থ কী?	নগর-রাষ্ট্র
৪	'Polites' শব্দের অর্থ কী?	নাগরিক
৫	রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক কাকে বলা হয়?	অ্যারিস্টটল
৬	রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'Master Science' বা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কে বলেছেন?	অ্যারিস্টটল
৭	"রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকে দিয়েই শুরু এবং রাষ্ট্রেই শেষ"—উক্তিটি কার?	অধ্যাপক জে. ডব্লিউ. গার্নার
৮	ইউনেস্কো (UNESCO) কত সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র নির্ধারণ করে?	১৯৪৮ সালে
৯	ইউনেস্কো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়টি মূল ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছে?	৪টি
১০	"ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিকড়হীন"—বিখ্যাত এই উক্তিটি কার?	জন সীলি
১১	রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রাচীনতম পদ্ধতি কোনটি?	দার্শনিক পদ্ধতি
১২	কোন পদ্ধতিকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলা হয়?	আচরণবাদী পদ্ধতি
১৩	"রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া ইতিহাস ফলহীন"—এটি কার উক্তি?	জন সীলি
১৪	রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় কী?	রাষ্ট্র ও সরকার
১৫	অর্থনীতির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাচীন যোগসূত্র কী ছিল?	রাজনৈতিক অর্থনীতি
১৬	নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে কোন শাস্ত্র?	রাষ্ট্রবিজ্ঞান
১৭	রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের কেমন শাখা?	একটি বিশেষায়িত শাখা
১৮	সমাজবিজ্ঞানের জনক কে?	অগাস্ট কোঁৎ
১৯	কেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা অপরিহার্য?	সচেতন নাগরিক হওয়ার জন্য

৯০	রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে কিসের ওপর?	সার্বভৌমত্ব ও জনসমর্থন
৯১	রাষ্ট্রের কোন উপাদানটি দৃশ্যমান নয় কিন্তু অনুভূত হয়?	সার্বভৌমত্ব
৯২	জনসমষ্টির সংখ্যার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতামত কী?	নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই
৯৩	সরকারকে কেন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলা হয়?	এটি রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করে
৯৪	জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি কী?	একতা ও সংহতি
৯৫	রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত 'শক্তির প্রয়োগ' মতবাদটি কী গ্রহণযোগ্য?	না, এটি অগণতান্ত্রিক
৯৬	মানুষের সামাজিক জীবনের সর্বোচ্চ সংগঠন কোনটি?	রাষ্ট্র
৯৭	রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি নিখাদ বিজ্ঞান?	এটি একটি সামাজিক বিজ্ঞান
৯৮	পরিধি বিচারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেমন?	এটি বিশ্বজনীন ও ব্যাপক
৯৯	সুযোগ্য নেতৃত্ব তৈরির পাঠশালা কোনটি?	রাষ্ট্রবিজ্ঞান
১০০	রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী?	সুনাগরিক ও আদর্শ রাষ্ট্র গঠন

টপিকওয়াইজ স্পেশাল মডেল টেস্ট

১. **'Polis' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী এবং এটি কোন দেশীয় শব্দ?**
(ক) রাষ্ট্র-আরবি (খ) নগর রাষ্ট্র-গ্রিক
(গ) সমাজ-ফার্সি (ঘ) শাসন-ল্যাটিন

২. **অ্যারিস্টটল তাঁর 'Politics' গ্রন্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কী নামে অভিহিত করেছেন?**
(ক) Master Science (খ) Social Science
(গ) Moral Science (ঘ) Pure Science

৩. **"রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান"— উক্তিটি কার?**
(ক) জঁ বোঁদা (খ) গেটেল
(গ) ব্লুন্টসলি (ঘ) অ্যারিস্টটল

৪. **আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক হিসেবে নিকোলো মেকিয়াভেলিকে কেন চিহ্নিত করা হয়?**
(ক) গণতন্ত্রের প্রসারে (খ) ধর্ম ও নৈতিকতা থেকে রাজনীতিকে পৃথক করায়
(গ) সাম্যবাদের ধারণায় (ঘ) রাজতন্ত্রের সমর্থনে

৫. **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত 'তত্ত্বীয় রাজনীতি'র মূল আলোচ্যবিষয় কোনটি?**
(ক) নির্বাচনী ব্যবস্থা (খ) জনমত
(গ) রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও রাজনৈতিক মতবাদ (ঘ) প্রশাসনিক কাঠামো

৬. **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'আচরণবাদী' (Behavioralism) বিপ্লবের অগ্রদূত কে?**
(ক) ডেভিড ইস্টন (খ) কার্ল মার্ক্স
(গ) লর্ড ব্রাইস (ঘ) মন্টেস্কু

৭. **রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রয়োজনীয়তা কোনটি?**
(ক) ব্যক্তিগত লাভ (খ) নাগরিক সচেতনতা ও সুনাগরিকত্ব অর্জন
(গ) ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন (ঘ) ব্যবসা পরিচালনা

৮. **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক বর্ণনা করতে 'রুট অ্যান্ড ফ্রুট' (Root and Fruit) তত্ত্বে বিশ্বাসী কে?**
(ক) জন সিলি (খ) বার্জেস
(গ) লর্ড অ্যাক্টন (ঘ) অধ্যাপক ল্যাস্কি

ইউনিট-৩: সমাজবিজ্ঞানের পরিচয়

৩.১: সমাজবিজ্ঞানের ধারণা, গবেষণা পদ্ধতি ও অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক

❒ সমাজবিজ্ঞানের পটভূমি ও উৎপত্তি

সমাজবিজ্ঞান একটি আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞান। যদিও সমাজ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্লেটো, অ্যারিস্টটল বা ইবনে খালদুন করেছেন, কিন্তু একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে এর জন্ম ১৯ শতকের প্রথমার্ধে।

- **ফরাসি ও শিল্প বিপ্লব:** ১৮ শতকের ফরাসি বিপ্লব এবং ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব সমাজ কাঠামোতে যে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল, তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের তাগিদ থেকেই সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব।
- **অগাস্ট কোঁৎ (Auguste Comte):** ১৮৩৯ সালে তাঁর বিখ্যাত 'Positive Philosophy' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে প্রথম 'Sociology' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি একে 'Social Physics' বলতে চেয়েছিলেন।

❒ সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

১. **অগাস্ট কোঁৎ:** সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক স্থিতিশীলতা (Social Statics) এবং সামাজিক গতিশীলতার (Social Dynamics) বিজ্ঞান।

২. **এমিল ডুরখেইম (Emile Durkheim):** সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (Social Institutions) বিজ্ঞান।

৩. **ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber):** সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক ক্রিয়াকলাপের (Social Action) অর্থবহ ব্যাখ্যাদানকারী বিজ্ঞান।

৪. **রবার্ট বিয়ারস্টেড:** সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক সম্পর্কের বিজ্ঞান।

❒ সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি (Nature of Sociology)

সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা সমাজকে নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে:

- **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি:** এটি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে।
- **বস্তুনিষ্ঠতা:** সমাজবিজ্ঞান সমাজকে যেমন আছে তেমনভাবে দেখে (What is), সমাজ কেমন হওয়া উচিত (What should be) তা নিয়ে এটি বিচার করে না।
- **সামগ্রিক পাঠ:** এটি সমাজের কোনো একটি বিশেষ দিক নয়, বরং সামগ্রিক দিক আলোচনা করে।
- **তাত্ত্বিক ও বিমূর্ত:** এটি সামাজিক সম্পর্ক ও ঘটনাবলীর সাধারণ সূত্র বের করে।

❒ সমাজবিজ্ঞানের পরিধি (Scope of Sociology)

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রধান শাখাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- **সামাজিক মতবাদ:** বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত তত্ত্বসমূহ।
- **সামাজিক শারীরবৃত্তি:** পরিবার, ধর্ম, শিক্ষা, রাষ্ট্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কাজ।
- **সামাজিক স্তরবিন্যাস:** সমাজের উঁচু-নিচু ভেদাভেদ (শ্রেণি, পদমর্যাদা)।
- **সামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তন:** সমাজ কীভাবে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পরিবর্তিত হচ্ছে।

- **সংস্কৃতির সমাজবিজ্ঞান:** মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও জীবনযাত্রা।

❒ সামাজিক গবেষণা: ধারণা ও প্রকৃতি

সামাজিক গবেষণা হলো সমাজ ও মানুষের আচরণ সম্পর্কে নতুন জ্ঞান অর্জন বা বিদ্যমান জ্ঞান যাচাই করার একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া। এটি মূলত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

❖ গবেষণার প্রধান পর্যায়সমূহ (Steps of Research)

একটি আদর্শ গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়:

১. **সমস্যা নির্বাচন:** গবেষণার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় বা সমস্যা বেছে নেওয়া।

২. **সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review):** ওই বিষয়ে আগে কী কী কাজ হয়েছে তা জানা।

৩. **প্রকল্প প্রণয়ন (Hypothesis):** গবেষণার ফলাফল কী হতে পারে সে সম্পর্কে একটি সাময়িক অনুমান।

৪. **গবেষণা নকশা (Research Design):** কীভাবে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হবে তার একটি নীল নকশা।

৫. **তথ্য সংগ্রহ:** মাঠ পর্যায় থেকে ডাটা সংগ্রহ করা।

৬. **তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি:** সংগৃহীত ডাটা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

❒ গবেষণার প্রকারভেদ (Types of Research)

সামাজিক বিজ্ঞানে মূলত দুই ধরনের গবেষণা পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়:

পদ্ধতির নাম	বৈশিষ্ট্য	মূল লক্ষ্য
পরিমাণবাচক (Quantitative)	সংখ্যা ও পরিসংখ্যানের ব্যবহার বেশি।	সাধারণীকরণ (Generalization) করা।
গুণবাচক (Qualitative)	মানুষের অভিজ্ঞতা, মতামত ও আচরণের গভীর পর্যবেক্ষণ।	গভীর অর্থ বা কারণ অনুসন্ধান করা।

❒ তথ্য সংগ্রহের কৌশল (Data Collection Techniques)

- **জরিপ পদ্ধতি (Survey Method):** বিশাল জনগোষ্ঠীর মতামত জানতে এটি সেরা মাধ্যম। এতে প্রশ্নমালা (Questionnaire) ব্যবহার করা হয়।
- **সাক্ষাৎকার (Interview):** সামনাসামনি বা টেলিফোনে উত্তরদাতার কাছ থেকে সরাসরি তথ্য নেওয়া।
- **পর্যবেক্ষণ (Observation):** কোনো ঘটনা বা আচরণ সরাসরি দেখে তথ্য সংগ্রহ করা। এটি দুই প্রকার: অংশগ্রহণমূলক ও অ-অংশগ্রহণমূলক।
- **ঘটনা অনুধ্যান (Case Study):** কোনো একটি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অত্যন্ত নিবিড় ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা।
- **নমুনায়ন (Sampling):** বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে একটি ছোট অংশকে গবেষণার জন্য নির্বাচন করা।
  - **সম্ভাবনা নির্ভর (Probability):** যেমন- দৈবচয়ন (Random Sampling)।
  - **অ-সম্ভাবনা নির্ভর (Non-probability):** যেমন- উদ্দেশ্যমূলক (Purposive Sampling)।

❒ গবেষণায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা (Key Terminologies)

- **Variable (চলক):** যার মান পরিবর্তিত হয় (যেমন- বয়স, আয়)।
- **Validity (বৈধতা):** গবেষণাটি যা পরিমাপ করার কথা ছিল তা সঠিকভাবে করছে কি না।
- **Reliability (নির্ভরযোগ্যতা):** বারবার একই পদ্ধতিতে গবেষণা করলে একই ফলাফল আসার নিশ্চয়তা।

- **Ethical Issues (নৈতিকতা):** উত্তরদাতার গোপনীয়তা রক্ষা এবং তথ্যের সততা নিশ্চিত করা।

সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক

সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের সামাজিক জীবন ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা। সমাজবিজ্ঞান যেহেতু পূর্ণাঙ্গ সমাজ নিয়ে আলোচনা করে, তাই অন্য সব সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে এর গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

ক. সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Sociology and Political Science):

- **সম্পর্ক:** রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের গঠন, শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে, যা সমাজেরই একটি অংশ। সমাজবিজ্ঞান সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজনীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করে। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী গিলিংস বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা।"
- **পার্থক্য:** সমাজবিজ্ঞান সমাজের আদি-অন্ত সব আলোচনা করে, অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবল রাজনৈতিক সংগঠন ও সচেতন মানুষ নিয়ে কাজ করে।

খ. সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান (Sociology and Anthropology):

- **সম্পর্ক:** এই দুটিকে যমজ বোন বলা হয়। নৃবিজ্ঞান মূলত আদিম সমাজ ও মানুষের শারীরিক বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে। সমাজবিজ্ঞান আধুনিক ও জটিল সমাজ নিয়ে কাজ করে। বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী এ.এল. ক্রোয়েবার বলেন, "সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান জমজ বোন।"
- **পার্থক্য:** নৃবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র সীমিত ও ক্ষুদ্র (যেমন- উপজাতি), কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিশাল ও ব্যাপক।

গ. সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Sociology and History):

- **সম্পর্ক:** ইতিহাস হলো অতীতের ঘটনাবলি, আর সমাজবিজ্ঞান হলো বর্তমান সমাজের চিত্র। জি.ই. হাওয়ার্ড বলেন, "ইতিহাস হলো অতীতের সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান হলো বর্তমানের ইতিহাস।"
- **পার্থক্য:** ইতিহাস দিন-ক্ষণ ও সন অনুযায়ী বিবরণ দেয়, সমাজবিজ্ঞান সেই বিবরণ থেকে সামাজিক সূত্র বা কারণ খুঁজে বের করে।

ঘ. সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি (Sociology and Economics):

- **সম্পর্ক:** মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড (উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ) সমাজের ওপর নির্ভরশীল। সমাজের পরিবর্তন অনেক সময় অর্থনৈতিক কারণে ঘটে (কার্ল মার্কসের তত্ত্ব)।
- **পার্থক্য:** অর্থনীতি কেবল সম্পদ ও বস্তুগত চাহিদা নিয়ে কাজ করে, সমাজবিজ্ঞান সামাজিক মর্যাদা, সম্পর্ক ও অবস্তুগত দিকগুলোও দেখে।

ঙ. সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Sociology and Psychology):

- **সম্পর্ক:** মানুষের আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ে মনোবিজ্ঞান কাজ করে। এই আচরণ যখন সামাজিক পরিবেশে ঘটে, তখন তা সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হয়। একে 'সামাজিক মনোবিজ্ঞান' বলা হয়।
- **পার্থক্য:** মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ মানসিকতা নিয়ে ভাবে, সমাজবিজ্ঞান গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের আচরণ নিয়ে ভাবে।

ইউনিট- ৪: সমাজকর্ম ও সামাজিক সমস্যা

৪.১ - সমাজকর্মের ধারণা, বিবর্তন ও পদ্ধতিসমূহ

১. সমাজকর্মের ধারণা (Concept of Social Work)

সমাজকর্ম কেবল করুণা বা সাহায্য নয়, এটি একটি বৈজ্ঞানিক ও পেশাদার সাহায্যকারী প্রক্রিয়া।

- সমাজকর্ম এমন একটি পেশাদার সেবা, যা ব্যক্তিকে নিজের সমস্যা নিজে সমাধানে সক্ষম করে তোলে (Helping people to help themselves)।
- **মূলনীতি:** সমাজকর্মে কোনো বিশেষ ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গের প্রতি বৈষম্য করা হয় না; বরং ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা ও সম্পদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- এটি এমন একটি 'এনাবলিং' (Enabling) বা সক্ষমকারী পেশা, যা মানুষের মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়।

২. সমাজকর্মের বিবর্তন (Evolutionary Stages)

সমাজকর্মের ইতিহাস সুদীর্ঘ, যা বিবর্তনের মাধ্যমে পেশায় রূপান্তরিত হয়েছে:

পর্যায়	সময়কাল	বৈশিষ্ট্য ও প্রধান ঘটনা
দাতব্য পর্যায়	প্রাচীনকাল - ১৮৫০	ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় সাহায্য করা (যেমন: যাকাত, সাদাকাহ, দানশীলতা)।
সংগঠিত পর্যায়	১৮৬৯ - ১৯০০	১৮৬৯ সালে ইংল্যান্ডে **Charity Organization Society (COS)** প্রতিষ্ঠা।
পেশাগত পর্যায়	১৯১৭ - ১৯৫০	১৯১৭ সালে মেরি রিচমন্ডের 'Social Diagnosis' গ্রন্থ প্রকাশ, যা সমাজকর্মের ভিত্তি স্থাপন করে।
আধুনিক পর্যায়	১৯৫০ - বর্তমান	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, কম্পিউটারাইজড ডাটাবেস ও প্রযুক্তিনির্ভর পেশা।

- পেশাগত সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় মূলত ১৯১৫ সালে আব্রাহাম ফ্লেক্সনারের একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতার মাধ্যমে, যেখানে তিনি সমাজকর্মকে একটি স্বীকৃত পেশা হিসেবে গণ্য করার দাবি জানান।

৩. সমাজকর্মের পদ্ধতিসমূহ (Social Work Methods)

সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। পরীক্ষায় এই অংশ থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা ১০০%।

ক. মৌলিক পদ্ধতি (Primary Methods)

এগুলো সরাসরি ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করে:

১. **ব্যক্তি সমাজকর্ম (Social Case Work):** *এটি সমাজকর্মের প্রাচীনতম পদ্ধতি।* মেরি রিচমন্ডের মতে, এটি ব্যক্তির মনোসামাজিক সমস্যার সমাধানে কাজ করে।

২. **দল সমাজকর্ম (Social Group Work):** ছোট ছোট দলের সদস্যদের মধ্যকার আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের আচরণ পরিবর্তন ও সামাজীকরণ নিশ্চিত করে।

৩. **সমষ্টি সমাজকর্ম (Social Community Organization):** একটি বৃহৎ এলাকা বা সমাজের সম্পদ শনাক্ত করে সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটায়।

খ. সহায়ক পদ্ধতি (Auxiliary Methods)

এগুলো মৌলিক পদ্ধতির কার্যকারিতা বাড়াতে কাজ করে:

১. **সমাজকর্ম প্রশাসন:** *সামাজিক সেবা কর্মসূচি পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক কাঠামো ও নীতি নির্ধারণ।*

২. **সমাজকর্ম গবেষণা:** সামাজিক সমস্যা ও কর্মসূচির প্রভাব নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান।

৩. **সামাজিক কার্যক্রম (Social Action):** *সামাজিক আইন পরিবর্তন বা জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বড় ধরনের সংস্কার আনয়ন (যেমন: বাল্যবিবাহ রোধে আইন প্রণয়ন বা আন্দোলন)।*

৪. সমাজকর্মের বিবর্তন ও পর্যায়:

পর্যায়	সময়কাল	প্রধান বৈশিষ্ট্য
দাতব্য পর্যায়	প্রাচীনকাল - ১৮৫০	ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় দানশীলতা।
সংগঠিত পর্যায়	১৮৬৯ - ১৯০০	*১৮৬৯ সালে COS (Charity Organization Society) প্রতিষ্ঠা।
পেশাগত পর্যায়	১৯১৭ - ১৯৫০	*মেরি রিচমন্ডের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ।
আধুনিক পর্যায়	১৯৫০ - বর্তমান	প্রযুক্তিনির্ভর ও বিশ্বজনীন পেশা হিসেবে বিকাশ।

৫. পরীক্ষায় আসার মতো কিছু 'গোল্ডেন' তথ্য

- *মেরি রিচমন্ডকে (Mary Richmond) 'ব্যক্তি সমাজকর্মের জননী' বা পথপ্রদর্শক বলা হয়।*
- *সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতির মূল ভিত্তি হলো 'ব্যক্তি সমাজকর্মের' পদ্ধতি।*
- **আইএফএসডব্লিউ (IFSW):** ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্কার্স—এটি পেশাদার সমাজকর্মীদের বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
- *বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকল্যাণ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।*

মনে রাখার কৌশল (Tips for Exam)

- প্রশ্ন যদি আসে **"সমাজকর্মের প্রাচীনতম পদ্ধতি কোনটি?"** উত্তর হবে **ব্যক্তি সমাজকর্ম**।
- প্রশ্ন যদি আসে **"সমাজকর্ম পেশার স্বীকৃতি দানকারী প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বই কোনটি?"** উত্তর হবে **Social Diagnosis**।
- *মনে রাখবেন, 'সহায়ক পদ্ধতি' মানেই হলো যা অন্য পদ্ধতিকে সহায়তা করে, যেমন গবেষণা বা প্রশাসন।*

অধ্যায়ভিত্তিক বুস্টার প্রশ্নোত্তর: মিলেবাস, বিগত প্রশ্ন, অনার্স ও এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড

ক্রম	প্রশ্ন	উত্তর
১	সমাজকর্ম কী ধরনের পেশা? *	পেশাদার সাহায্যকারী পেশা।
২	সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য কী? *	স্বাবলম্বী করা (Self-reliance)।
৩	ব্যক্তি সমাজকর্মের জননী কে? *	মেরি রিচমন্ড।
৪	'Social Diagnosis' গ্রন্থটি কে লিখেছেন? *	মেরি রিচমন্ড।
৫	সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি কয়টি? *	৩টি।
৬	সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি কয়টি?	৩টি।
৭	বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্ম শুরু হয় কোন সালে? *	১৯৫৮ সালে।
৮	ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি কোথায় প্রয়োগ করা হয়?	ব্যক্তির মনোসামাজিক সমস্যায়।
৯	দল সমাজকর্মের মূল ভিত্তি কী?	পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া।
১০	সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি সমষ্টির উন্নয়ন ঘটায়? *	সমষ্টি সমাজকর্ম।
১১	সামাজিক কার্যক্রম (Social Action) কী?	সামাজিক সংস্কার বা আইন পরিবর্তন।
১২	সমাজকর্ম প্রশাসন কী?	নীতি নির্ধারণ ও সেবা ব্যবস্থাপনা।
১৩	সমাজকর্ম গবেষণার কাজ কী?	সমস্যার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান।
১৪	পেশাদার সমাজকর্মের যাত্রা কোন সালে শুরু?	১৯১৫ সালে।
১৫	আব্রাহাম ফ্লেক্সনার কে ছিলেন?	সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতির দাবিদার।
১৬	COS এর পূর্ণরূপ কী?	Charity Organization Society.
১৭	COS কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? *	১৮৬৯ সালে।

ইউনিট- ৫: অর্থনীতির মৌলিক ধারণা

৫.১: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও ব্যাষ্টিক-সামষ্টিক অর্থনীতির ধারণা

১. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা (Fundamental Economic Problems)

অসীম অভাব ও সীমিত সম্পদের দক্ষ ব্যবহারই অর্থনীতির মূল চ্যালেঞ্জ।

❒ **দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন (Scarcity and Choice):**

- **অতিরিক্ত তথ্য:** অধ্যাপক এল. রবিন্স ১৯৩২ সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ *"An Essay on the Nature and Significance of Economic Science"*-এ দুষ্প্রাপ্যতা ভিত্তিক সংজ্ঞা দেন।
- **মনে রাখুন:** অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ **বিকল্প ব্যবহারযোগ্য (Alternative Uses)**। এই বিকল্প ব্যবহারের কারণেই 'নির্বাচন' বা পছন্দের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

❒ **পি.এ. স্যামুয়েলসনের তিনটি মৌলিক সমস্যা:**

- **অতিরিক্ত তথ্য:** স্যামুয়েলসনকে আধুনিক অর্থনীতির জনক বলা হয়। তিনি তার *"Economics"* গ্রন্থে এই তিনটি সমস্যার কথা বলেন।
- **কী উৎপাদন করা হবে:** এটি মূলত **সম্পদ বরাদ্দ (Allocation of Resources)** এর সাথে সম্পর্কিত।
- **কীভাবে উৎপাদন করা হবে:** এটি **উৎপাদন কৌশলের (Technique of Production)** সমস্যা। উন্নয়নশীল দেশে 'শ্রম নিবিড়' এবং উন্নত দেশে 'মূলধন নিবিড়' পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয়।
- **কার জন্য উৎপাদন করা হবে:** এটি **আয় বন্টন (Distribution of Income)** ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে সম্পর্কিত।

❒ **সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost):**

- **গভীরতর তথ্য:** সুযোগ ব্যয়ের তিনটি ধরন আছে: ক্রমবর্ধমান, ক্রমহ্রাসমান এবং স্থির সুযোগ ব্যয়।
- **NTRCA স্পেশাল:** PPC রেখা কেন মূলবিন্দুর দিকে অবতল (Concave) হয়? উত্তর: **ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয়ের** কারণে।

২. ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির ধারণা

র‍্যাগনার ফ্রিশ ১৯৩৩ সালে এই বিভাজন করলেও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন জে. এম. কেইনস (১৯৩৬ সালে তার 'General Theory' গ্রন্থের মাধ্যমে)।

বৈশিষ্ট্য	ব্যাষ্টিক অর্থনীতি (Micro)	সামষ্টিক অর্থনীতি (Macro)
শব্দগত উৎস	গ্রিক শব্দ 'Mikros' (ক্ষুদ্র)	গ্রিক শব্দ 'Makros' (বৃহৎ)
আলোচ্য বিষয়	ব্যক্তিগত একক (ভোক্তা, ফার্ম, বাজার)	জাতীয় বা সামগ্রিক (NI, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি)
মূল তত্ত্ব	**দাম তত্ত্ব (Price Theory)**	**আয় ও কর্মসংস্থান তত্ত্ব (Income & Employment Theory)**
আংশিক সাম্যাবস্থা	ব্যাষ্টিক অর্থনীতিতে দেখা যায়।	সামষ্টিক অর্থনীতিতে সামগ্রিক সাম্যাবস্থা আলোচিত হয়।

৩. বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic Systems)

- **ধনতান্ত্রিক:** অ্যাডাম স্মিথের **"অদৃশ্য হাত" (Invisible Hand)** বা দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত। প্রধান লক্ষ্য মুনাফা অর্জন।
- **সমাজতান্ত্রিক:** উৎপাদন ও বন্টন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের হাতে থাকে। একে **নির্দেশমূলক অর্থনীতি (Command Economy)** বলা হয়।
- **মিশ্র অর্থনীতি:** সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মিশ্র ধরণের।
- **ইসলামী অর্থনীতি:** প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো **সুদ (Riba) মুক্ত** সমাজ এবং সম্পদের সুষম বন্টন (যাকাত ও ওশর)।

৪. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) এবং এর গুরুত্ব

PPC রেখা দ্বারা মূলত অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো (দুষ্প্রাপ্যতা, পছন্দ ও সুযোগ ব্যয়) চিত্রায়িত করা হয়।

- **অর্জনের অঞ্চল:** রেখার ওপরের যেকোনো বিন্দুকে **'প্যারেটো দক্ষ' (Pareto Efficient)** বলা হয়।
- **অদক্ষ অঞ্চল:** রেখার ভেতরের কোনো বিন্দুতে উৎপাদন করলে তাকে **বেকারত্ব বা অদক্ষ উৎপাদন** বলা হয়।
- **স্থানান্তর (Shift):** যদি দেশে প্রযুক্তি উন্নত হয় বা সম্পদ বাড়ে, তবে PPC রেখা **ডান দিকে (বাইরে)** স্থানান্তরিত হয়, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে।

৫. সাম্প্রতিক তথ্য ও গুরুত্বপুর্ণ পয়েন্ট

১. **প্যারেটো কাম্যতা (Pareto Optimality):** এমন এক অবস্থা যেখানে কারও ক্ষতি না করে অন্য কারও উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এটি সামষ্টিক কল্যাণ অর্থনীতির অংশ।

২. **বাজার অর্থনীতি (Market Economy):** বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ধনতান্ত্রিক বা মুক্ত বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুঁকছে।

৩. **আধুনিক ব্যাষ্টিক অর্থনীতির প্রবক্তা:** আলফ্রেড মার্শাল (তার বিখ্যাত বই 'Principles of Economics', ১৮৯০)।

৪. **জাতীয় আয়ের গণনা:** বাংলাদেশে বর্তমানে ভিত্তিবছর (Base Year) ধরা হয় **২০১৫-১৬**।

৫. **GNP বনাম GDP:** বাংলাদেশে বর্তমানে GDP-র প্রবৃদ্ধির হার এবং মাথাপিছু আয়ের সাম্প্রতিক ডাটাগুলো পরীক্ষার আগে দেখে নেওয়া জরুরি (বর্তমানে মাথাপিছু আয় প্রায় ২,৭৮৪ মার্কিন ডলার)।

এনটিআরসিএ স্পেশাল প্র্যাকটিস

প্রশ্ন	উত্তর
১. অর্থনীতির মূল সমস্যা কী? ★	দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন।
২. 'Economics' শব্দটি কোন গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে?	Oikonomia।
৩. আধুনিক অর্থনীতির জনক কে? ★	পল স্যামুয়েলসন।

৫.২: চাহিদা, যোগান ও বাজার ভারসাম্য

১. চাহিদা (Demand):

সাধারণ অর্থে ইচ্ছা কিন্তু অর্থনীতিতে এটি একটি সামর্থ্য ভিত্তিক কার্যকর ইচ্ছা।

- **চাহিদার শর্তসমূহ:**
  - **১.** কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা,
  - ২. দ্রব্যটি কেনার আর্থিক সামর্থ্য এবং
  - ৩. অর্থ ব্যয়ের মানসিকতা।
- **চাহিদা বিধি (Law of Demand):** অন্যান্য অবস্থা (ক্রেতার আয়, রুচি, বিকল্প দ্রব্যের দাম) অপরিবর্তিত থাকলে, কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে এবং দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। দাম ও চাহিদার এই বিপরীত সম্পর্কই হলো চাহিদা বিধি।
- **চাহিদা রেখা:** চাহিদা বিধির জ্যামিতিক প্রকাশ। এটি সাধারণত বাম থেকে ডানে নিম্নগামী হয়।
  - **ব্যতিক্রম:** গিফেন দ্রব্য (Giffen Goods) এবং বিলাসজাত দ্রব্যের (Veblen Goods) ক্ষেত্রে দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে।

❒ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা *(E_d)*

দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে আপেক্ষিক পরিবর্তন হয়, তাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।

- **একক স্থিতিস্থাপকতা *($E_d = 1$):*** দাম যে হারে পরিবর্তন হয়, চাহিদাও ঠিক সেই হারেই পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখা 'আয়তাকার অধিবৃত্ত' (Rectangular Hyperbola) হয়।
- **সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক *($E_d = 0$):*** দামের যেকোনো পরিবর্তনে চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয় না (উদা: জীবন রক্ষাকারী ঔষধ)। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি লম্ব অক্ষের (Y-axis) সমান্তরাল হয়।

💡 পরীক্ষার জন্য বিশেষ টিপস:

১. **একক স্থিতিস্থাপকতা:** মনে রাখুন, আয়তাকার অধিবৃত্ত রেখার প্রতিটি বিন্দুতে মোট ব্যয় সমান থাকে।

২. **সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক:** দাম আকাশছোঁয়া হোক বা একদম কমে যাক, চাহিদা স্থির থাকবে (যেমন- লবণের চাহিদা বা জরুরি ইনসুলিন)। এটি লম্বালম্বি বা খাড়া রেখা।

৩. **সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (E_d = infinity):** এটি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়, যেখানে দামের সামান্য পরিবর্তনে চাহিদা অসীম হয়।

২. যোগান (Supply)

বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও দামে যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে।

- **যোগান বিধি (Law of Supply):** অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। দাম ও যোগানের এই সমমুখী সম্পর্কই হলো যোগান বিধি।
- **যোগান রেখা:** যোগান বিধির জ্যামিতিক প্রকাশ। এটি সাধারণত বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী হয়।

- **শ্রমের যোগান রেখা (ব্যতিক্রম):** মজুরি একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশি বাড়লে শ্রমিকরা কাজ কমিয়ে বিশ্রাম নিতে চায়। তখন যোগান রেখাটি পিছনের দিকে বেঁকে যায়, একে 'পশ্চাৎমুখী যোগান রেখা' (Backward Bending Supply Curve) বলে। ★

৩. বাজার ভারসাম্য (Market Equilibrium)

বাজারে যখন কোনো নির্দিষ্ট দামে চাহিদার পরিমাণ (Q_d) এবং যোগানের পরিমাণ (Q_s) সমান হয়।

- **ভারসাম্য দাম:** যে দামে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই পণ্য কেনাবেচায় রাজি হয়।
- **ভারসাম্য পরিমাণ:** ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ পণ্য বাজারে কেনাবেচা হয়।
- **শর্ত:** $Q_d = Q_s$
- **ভারসাম্যহীনতা:** * দাম ভারসাম্য দামের চেয়ে বেশি হলে—অতিরিক্ত যোগান (Excess Supply) দেখা দেয়।
    - **দাম ভারসাম্য দামের চেয়ে কম হলে—অতিরিক্ত চাহিদা (Excess Demand) দেখা দেয়।**

৪. ৪. চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ও ভারসাম্যের প্রভাব

দাম স্থির থেকে অন্যান্য কারণে (যেমন—প্রযুক্তি বা আয়) যখন পরিবর্তন ঘটে:

ঘটনা	ভারসাম্য দাম (P)	ভারসাম্য পরিমাণ (Q)
চাহিদা বৃদ্ধি	বৃদ্ধি পাবে	বৃদ্ধি পাবে
চাহিদা হ্রাস	হ্রাস পাবে	হ্রাস পাবে
যোগান বৃদ্ধি	হ্রাস পাবে	বৃদ্ধি পাবে
যোগান হ্রাস	বৃদ্ধি পাবে	হ্রাস পাবে

💡 মনে রাখার "ম্যাজিক টেকনিক"

১. চাহিদা বনাম যোগান (Slope Trick):

- Demand = Downward (চাহিদা রেখা নিচে নামে)।
- Supply = Skyward (যোগান রেখা আকাশের দিকে বা উপরে ওঠে)।

২. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা (Cross Elasticity):

- **বিকল্প দ্রব্য (চা-কফি):** একটার দাম বাড়লে অন্যটার চাহিদা বাড়ে (ধনাত্মক সম্পর্ক)।
- **পরিপূরক দ্রব্য (কালি-কলম):** একটার দাম বাড়লে অন্যটার চাহিদা কমে (ঋণাত্মক সম্পর্ক)।

৩. চাহিদা রেখা কেন নিম্নগামী হয়?

মনে রাখুন "আই-এ-বি" (IAB):

- I - Income Effect (আয় প্রভাব)
- A - Allocation of Consumers (নতুন ক্রেতার আগমন)
- B - Substitution Effect (বিকল্প প্রভাব)

৪. স্থিতিস্থাপকতা মনে রাখার ছন্দ:

- "নিত্যপণ্যের টান কম, তাই সে অস্থিতিস্থাপক নাম।" (চাহিদা দামের ওপর নির্ভর করে না)।

৫.৩ জাতীয় আয়ের পরিমাপ: মৌলিক ধারণা ও আলোচনা

১. মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product - GDP)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে উৎপাদিত সকল চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টি।

- **মূল কথা:** উৎপাদক যে দেশেরই হোক, উৎপাদন **'সীমানার ভেতরে'** হতে হবে।
- **সূত্র (ব্যয় পদ্ধতি):** GDP = C + I + G + (X - M)
    - C = ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (Consumption)
    - I = বিনিয়োগ (Investment)
    - G = সরকারি ব্যয় (Government Spending)
    - X - M = নিট রপ্তানি (রপ্তানি - আমদানি) ★
- **অতিরিক্ত তথ্য:** বাংলাদেশে বর্তমানে GDP গণনায় ভিত্তিবছর (Base Year) ধরা হয় **২০১৫-১৬**।

২. মোট জাতীয় আয় (Gross National Income - GNI/GNP)

একটি দেশের নাগরিকগণ দেশের ভেতরে বা বাইরে যেখানেই থাকুক, তাদের উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্য।

- **মূল কথা:** উৎপাদকের **'নাগরিকত্ব'** এখানে মুখ্য।
- **সূত্র:** GNP = GDP + (X - M)
    - যেখানে (X - M) হলো নিট উপাদানের আয় (Net Factor Income from Abroad)।
- **পার্থক্য:** যদি কোনো দেশের নাগরিকরা বিদেশে বেশি কাজ করে (যেমন: বাংলাদেশ), তবে সাধারণত সেদেশের GNP > GDP হয়। ★

৩. নিট জাতীয় আয় (Net National Product - NNP)

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যন্ত্রপাতি বা মূলধনের যে ক্ষয় হয়, তা মোট জাতীয় আয় থেকে বাদ দিলে নিট জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

- **সূত্র:** NNP = GNP - CCA (অথবা DC)
    - **CCA:** Capital Consumption Allowance (মূলধন ব্যবহারজনিত ভাতা)।
    - **DC:** Depreciation Cost (অবচয়জনিত খরচ)।
- **গুরুত্ব:** অর্থনীতিতে প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা বোঝার জন্য NNP বেশি কার্যকর। ★

৪. মাথাপিছু আয় (Per Capita Income - PCI)

এটি একটি দেশের জনগণের গড় আয়ের প্রতিফলন এবং জীবনযাত্রার মান পরিমাপের প্রধান সূচক।

- **সূত্র:** $$PCI = \frac{\text{Total National Income (GNI)}}{\text{Total Population}}$$
- **সাম্প্রতিক তথ্য:** বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় প্রায় **২,৭৮৪ মার্কিন ডলার**

(উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা)। পরীক্ষার আগে এই ডাটাটি পুনরায় যাচাই করে নেওয়া ভালো। ★

৫. জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি (অনার্স লেভেল সংযোজন)

জাতীয় আয় মূলত তিনটি পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়:

১. **উৎপাদন পদ্ধতি (Product Method):** সকল খাতের মোট উৎপাদনের মূল্য যোগ করে।

২. **আয় পদ্ধতি (Income Method):** উৎপাদনের উপকরণসমূহের আয় (খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা) যোগ করে।

৩. **ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Method):** সমাজের মোট ব্যয় যোগ করে।

💡 কঠিন বিষয় মনে রাখার "ম্যাজিক টেকনিক"

১. GDP বনাম GNP (সীমানা বনাম নাগরিক)

- GDP এর D মানে Desh (দেশের সীমানার ভেতর যা উৎপন্ন হয়)।
- GNP এর N মানে Nagork (নাগরিকরা যেখানেই থাকুক, তাদের আয়)।

২. Net (নিট) বের করার সূত্র

- মনে রাখুন: Gross - Depreciation = Net।

(যেকোনো 'Gross' বা মোট পরিমাণ থেকে 'অবচয়' বাদ দিলেই 'Net' বা নিট পাওয়া যায়।)

৩. বদ্ধ বনাম মুক্ত অর্থনীতি (Closed vs Open Economy)

- **বদ্ধ অর্থনীতি:** যেখানে বিদেশ নেই (X-Mনেই)। সূত্র: C + I + G
- **মুক্ত অর্থনীতি:** যেখানে বিদেশ আছে (X-M আছে)। সূত্র: C + I + G + (X-M)

৪. দ্বৈত গণনা সমস্যা (Double Counting)

জাতীয় আয় গণনার সময় একই জিনিসের মূল্য যেন দুইবার যোগ না হয় (যেমন: আটা এবং সেই আটা দিয়ে বানানো পাউরুটি—উভয়ই যোগ করা যাবে না, কেবল **চূড়ান্ত দ্রব্য** পাউরুটির মূল্য যোগ করতে হবে)।

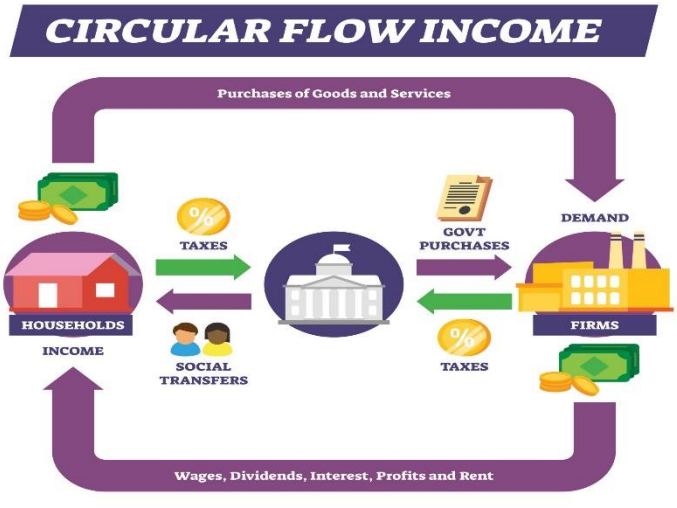

ইউনিট- ৭: সাধারণ ইতিহাস পরিচিতি

৭.১- বাংলার ইতিহাস: প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত

১. প্রাচীন বাংলার জনপদ ও শাসন (খ্রিস্টপূর্বাব্দ – ৭৫০)

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস মূলত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের বা 'জনপদ'-এর সমন্বয়ে গঠিত। আর্য আগমনের পূর্বে বা সমসাময়িক সময়ে বাঙালি জাতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করত।

ক. প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ

ঐতিহাসিক তথ্যমতে, প্রাচীন বাংলায় কোনো একক রাষ্ট্র ছিল না, বরং বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল ছিল যা 'জনপদ' নামে পরিচিত। প্রতিটি জনপদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল:

- **পুণ্ড্র (Pundra):** এটি বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ। এর রাজধানী ছিল 'পুণ্ড্রনগর' (বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড়)। মূলত উত্তরবঙ্গ নিয়েই এটি গঠিত ছিল।
- **বঙ্গ (Vanga):** দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় (বর্তমান মুন্সীগঞ্জ, বিক্রমপুর, ফরিদপুর অঞ্চল) এই জনপদ গড়ে ওঠে। 'বঙ্গ' নাম থেকেই পরবর্তীতে 'বাংলা' নামের উৎপত্তি।
- **গৌড় (Gauda):** পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার একটি শক্তিশালী জনপদ। শশাঙ্কের সময়ে এটিই বাংলার প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।
- **সমতট (Samatata):** বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এটি বৌদ্ধ সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত ছিল।
- **হরিকেল (Harikela):** বর্তমান সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত ছিল।
- **চন্দ্রদ্বীপ (Chandradwip):** বর্তমান বরিশাল অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এই জনপদ গড়ে উঠেছিল।

খ. মৌর্য ও গুপ্ত শাসন: রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

এই শাসনকালগুলো বাংলাকে প্রথমবারের মতো বড় কোনো সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসে।

- **মৌর্য শাসন:** সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং সম্রাট অশোকের সময় বাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। পুণ্ড্রনগর মৌর্যদের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। মৌর্যদের আমলেই বাংলায় ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার ও প্রশাসনিক কাঠামোর সূচনা ঘটে।
- **গুপ্ত শাসন:** চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাজারা বাংলা জয় করেন। গুপ্ত আমলকে বাংলার ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। এ সময় শিক্ষা, শিল্প ও স্থাপত্যের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। গুপ্ত সম্রাটদের শাসনামলে বাংলায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

গ. শশাঙ্ক: বাংলার প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম নরপতি

শশাঙ্ক ছিলেন বাংলার ইতিহাসের প্রথম শাসক যিনি কোনো বড় সাম্রাজ্যের অধীনে না থেকে স্বাধীনভাবে শাসন করেছিলেন। তার শাসনকাল ঐতিহাসিকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- **সময়কাল ও রাজধানী:** তিনি ৬০৬ থেকে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা অঞ্চল)।
- **রাজনৈতিক কৃতিত্ব**: তিনি উত্তর ভারতের হর্ষবর্ধন এবং কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ঐতিহাসিক 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে শশাঙ্কের রাজনৈতিক ক্ষমতার বর্ণনা পাওয়া যায়।
- **ধর্মীয় পরিচয়:** শশাঙ্ক মূলত শৈব ধর্মের অনুসারী ছিলেন। ঐতিহাসিক হিউয়েন সাং-এর বর্ণনায় শশাঙ্ককে বৌদ্ধ বিদ্বেষী হিসেবে চিত্রিত করা হলেও, আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন এটি হর্ষবর্ধনের সভাসদদের পক্ষ থেকে দেওয়া একটি পক্ষপাতমূলক প্রচারণা হতে পারে।

- **কেন তিনি অনন্য:** শশাঙ্কই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের বিভিন্ন জনপদকে একটি রাজনৈতিক ছাতার নিচে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর বাংলায় 'মাৎস্যন্যায়' (অরাজকতা) সৃষ্টি হয়, যার ফলে প্রজারা দীর্ঘ ১০০ বছর চরম কষ্টে ছিল, যা পরবর্তীতে গোপালকে রাজা হওয়ার পথ প্রশস্ত করে।

২. মধ্যযুগ: শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির বিকাশ (৭৫০ – ১৭৫৭)

ক. পাল রাজবংশ: বাঙালির স্বকীয়তার প্রথম রাষ্ট্রীয় ভিত্তি (৭৫০–১১৬১)

পাল শাসনকাল বাংলার ইতিহাসের প্রথম দীর্ঘস্থায়ী এবং সুশৃঙ্খল সময়।

- **প্রতিষ্ঠা:** দীর্ঘস্থায়ী অরাজকতা বা 'মাৎস্যন্যায়' (Matasyanyaya) দূর করতে বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জ (জনগণ) ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে গোপালকে রাজা হিসেবে নির্বাচিত করে। এটি ছিল দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে গণতন্ত্রের প্রাথমিক চর্চার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।
- **ধর্ম ও সংস্কৃতি:** পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। এ সময় সোমপুর বিহার (পাহাড়পুর) নির্মাণ করা হয়, যা বিশ্বজুড়ে বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।
- **বিস্তৃতি:** রাজা ধর্মপাল ও দেবপাল বাংলা ও বিহার ছাড়াও উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

খ. সেন রাজবংশ: সামাজিক প্রথা ও পরিবর্তন (১১শ – ১২০৪)

পালদের পতনের পর দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক থেকে আসা সেনরা ক্ষমতা দখল করে।

- **সাংস্কৃতিক প্রভাব:** সেনরা বাংলায় হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটান। রাজা বল্লাল সেনের সময় জাতিভেদ প্রথা এবং সমাজব্যবস্থাকে কঠোর ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে 'কৌলিন্য প্রথা' প্রবর্তন করা হয়।
- **সাহিত্য:** লক্ষণ সেনের রাজসভার কবি জয়দেব ‘গীতগোবিন্দ’ এবং ধোয়ী ‘পবনদূত’ কাব্য রচনা করেন।
- **পতন:** ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে লক্ষণ সেনের রাজধানী নদিয়া আক্রমণ করেন এবং সেন শাসনের পতন ঘটান।

গ. সুলতানি আমল: স্বাধীন ও অখণ্ড বাংলার ধারণা (১৩৩৮–১৫৭৬)

১২০৪ সালের পর বাংলা দিল্লির সুলতানদের অধীনে থাকলেও, ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের বিদ্রোহের মাধ্যমে বাংলা স্বাধীন সুলতানি আমলে প্রবেশ করে।

- **ইলিয়াস শাহী বংশ:** সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করে 'শাহ-ই-বাংলা' বা ‘বাংলার সুলতান’ উপাধি গ্রহণ করেন। তার সময় থেকেই ‘বাঙালি’ জাতিসত্তা ও ‘বাংলা ভাষা’ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায়।
- **হোসেন শাহী বংশ:** সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলকে বাংলার সুলতানি আমলের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। এ সময় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মহাভারতের অনুবাদ এই সময়েই হয়।

ঘ. মুঘল আমল: প্রশাসনিক সুসংহতকরণ ও বাণিজ্য (১৫৭৬–১৭৫৭)

আকবরের সেনাপতি রাজা মান সিংহ ও মুঘলদের আক্রমণে বারো ভুঁইয়াদের পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি শক্তিশালী সুবায় পরিণত হয়।

- **বারো ভুঁইয়া:** ইশা খাঁ'র নেতৃত্বে স্থানীয় জমিদার ও ভূস্বামীদের জোট মুঘলদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, যা বাংলার ইতিহাসে সাহসিকতার প্রতীক।
- **প্রশাসন:** সুবাদার শায়েস্তা খাঁ-এর নাম বাংলার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার আমলে সুশাসন ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তুঙ্গে ওঠে, যার প্রমাণ হিসেবে 'টাকায় ৮ মণ চাল' পাওয়ার তথ্যটি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।
- **ঢাকার গুরুত্ব:** মুঘল শাসনামলে ঢাকাকে 'জাহাঙ্গীরনগর' নামকরণ করা হয় এবং এটি সুবে বাংলার প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক রাজধানীতে পরিণত হয়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

বিষয়	মূল তথ্য
মাৎস্যন্যায়	পাল বংশ প্রতিষ্ঠার আগের অরাজকতার সময়কাল।

পাহাড়পুর	পাল রাজা ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত সোমপুর বিহার।
১২০৪	বখতিয়ার খলজী কর্তৃক নদিয়া জয়।
শাহ-ই-বাংলা	শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহকে প্রথম 'শাহ-ই-বাংলা' বলা হয়।
শায়েস্তা খাঁ	সুবাদার হিসেবে তিনি বাংলার অর্থনীতির স্বর্ণযুগ আনেন।

৩. ব্রিটিশ শাসনকাল ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (১৭৫৭ – ১৯৪৭)

ক. পলাশীর যুদ্ধ ও ব্রিটিশ শক্তির উত্থান (১৭৫৭)

পলাশীর যুদ্ধ কেবল একটি সামরিক পরাজয় ছিল না, এটি ছিল বাংলার শাসনক্ষমতা পরিবর্তনের মোড়।

- **পটভূমি:** ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক আগ্রাসন এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার সার্বভৌমত্বের সংঘাত ছিল যুদ্ধের মূল কারণ।
- **বিশ্বাসঘাতকতা:** ২৩ জুন ১৭৫৭ সালের ঐতিহাসিক এই যুদ্ধে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খান ইংরেজদের সাথে গোপন আঁতাত করে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, যার ফলে নবাবের পরাজয় ঘটে।
- **পরিণতি:** এই পরাজয়ের ফলে বাংলায় ব্রিটিশদের শোষণ ও লুণ্ঠনের যুগের সূচনা হয়। রবার্ট ক্লাইভ মূলত পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর পরবর্তী ১০০ বছর ছিল কোম্পানির অবাধ লুটপাটের সময়।

খ. বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও রাজনৈতিক জাগরণ

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ছিল ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি টার্নিং পয়েন্ট।

- **কারণ ও উদ্দেশ্য:** ব্রিটিশরা প্রশাসনিক সুবিধার কথা বললেও মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করা।
- **নতুন প্রদেশ:** ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ নিয়ে গঠিত হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ। এর রাজধানী করা হয় ঢাকাকে।
- **প্রতিক্রিয়া ও রদ:** বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। ভারতের বাইরেও এর প্রভাব পড়েছিল। অবশেষে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক চাপের মুখে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। তবে এর ফলে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে রাজনৈতিক দূরত্বের সৃষ্টি হয়, তা পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে।

গ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও পাকিস্তান সৃষ্টি (১৯৪৭)

ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ একটি চিরস্থায়ী ক্ষত বা পরিবর্তনের চিহ্ন রেখে গেছে।

- **দ্বিজাতি তত্ত্ব:** মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' বা টু-নেশন থিওরি উপস্থাপন করে। এর মূল যুক্তি ছিল—হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি এবং তাদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রয়োজন।
- **দেশভাগ**: ব্রিটিশরা 'ভাগ কর ও শাসন কর' (Divide and Rule) নীতির চরম বাস্তবায়নে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি করে।
- **বাংলার পরিণতি:** বাংলা বিভক্ত হয় এবং পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দেশভাগের ফলে লাখ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয় এবং উপমহাদেশে একটি বড় ধরণের মানবিক বিপর্যয় ঘটে। ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও এটি বাঙালির দীর্ঘমেয়াদী শোষণ ও বঞ্চনার নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

ঘটনা	সাল	মূল বৈশিষ্ট্য
পলাশীর যুদ্ধ	১৭৫৭	নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ও কোম্পানি শাসনের সূচনা।
সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৫৭	ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ রাজের শাসন শুরু।
বঙ্গভঙ্গ	১৯০৫	পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন, প্রশাসনিক কেন্দ্র ঢাকা।
বঙ্গভঙ্গ রদ	১৯১১	লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ রদ।
ভারত বিভাজন	১৯৪৭	ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম।